আর্চার কে. ব্লাড আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরীর নামকরণ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ারেস জুডিথ শামাস-এর মন্তব্য

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫

ঢাকা

আসসালামুআলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আজ আমরা আর্চার কেণ্ট ব্লাডকে অভিবাদন জানাচ্ছি। তিনি একজন আমেরিকান কুটনীতিক যিনি বাংলাদেশের একজন প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী ছিলেন।

কল্পনা করুন আপনি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন যার জন্য আপনাকে অবশ্যই মাশুল দিতে হবে। ভেবে দেখুন আপনি বর্বরতা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যদিও আপনি জানেন যে যাদের কাছে এই কথা বলবেন তাদের কাছে সেগুলো অত্যন্ত অপ্রিয় এবং এই কথাগুলো বলার জন্য আপনার পেশার ক্ষতি হতে পারে। আমরা ক'জন বলতে পারি যে আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

আজ আমাদের এখানে যারা বক্তব্য পেশ করেছেন, তারা সবাই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশ যে চরম মুল্য দিয়েছে তার ওপর আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশী জনগণের দৃঢ়তা এবং একজন ব্যক্তির ভূমিকা আজ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। তিনি হলেন আর্চার কেণ্ট ব্লাড। তার ভূতপূর্ব সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্য, এবং তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং তার বিবেকের প্রতি আনুগত্যের জন্য তাকে সালাম জানাবেন। এইসব মুল্যবোধ - চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, দেশকে এবং নিজেকে এক উচ্চতর মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত করা- আজকের দিনে পুরাতন মনে হতে পারে। সরকারী নীতির সাথে বিরোধীতা করাকে "পেশাগত আত্মহত্যা," "হঠকারিতা," এবং "একগুঁয়েমী" হিসেবে অনেকে অভিহিত করেছেন। আমি এটাকে অন্যভাবে বলতে চাই আর তা হচ্ছে সাহসিকতা।

সামরিক বাহিনীর সদস্য হতে হলে একরকম সাহসের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আর্চার ব্লাড যুক্তরাষ্ট্র নৌ বাহিনীতে ছিলেন। পরিবারের একজন ভাল সদস্য হওয়ার জন্য

প্রয়োজন অন্য ধরণের সাহস। একজন স্বামী হিসেবে, চার সন্তানের জনক হিসেবে এবং আট জন নাতিনাতনীর দাদা হিসেবে আর্চার ব্লাডের সেই সাহস ছিল। তবে আর্চার ব্লাডের অনন্য এক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ হচ্ছে "ব্লাড টেলিগ্রাম" নামে পরিচিত সেই টেলিগ্রামগুলো পাঠানো।

ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দফতরে পাঠানো এই টেলিগ্রামগুলোতে আর্চার ব্লাড "বেছে বেছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনা" করার বিষয়টি জানিয়েছেন। এই শব্দগুলো তিনি তৎকালীন বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি বর্ণনার জন্য ব্যবহার করেন। ঐ সব টেলিগ্রামে তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জারকে এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের আবেদন করেন। তার আমেরিকান সহকর্মীরা ঐ টেলিগ্রামে লেখেন: "পেশাদার সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমরা সরকারের বর্তমান নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করছি এবং একান্তভাবে আশা করছি যে, আমাদের সত্যিকার এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থগুলো বর্ণনা করে আমাদের নীতি পুনপ্রণয়ন করা হবে।"

আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রামগুলো কারণে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে প্রভাবিত করে এবং আমেরিকার জনমতকে আন্দোলিত করে। আর্চার ব্লাড এর টেলিগ্রামগুলোর কারণে তিনি পররাষ্ট্র দফতর থেকে ক্রিস্টিয়ান এ. হার্টার পুরস্কারে ভূষিত হন। এই পুরস্কার সৃষ্টিশীল মতদ্বৈধতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে যেটা শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

কনসাল জেনারেল ব্লাড ইচ্ছে করলেই সেই গণহত্যা থেকে তার দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাতে পারতেন এবং সহিংসতা ও দুর্দশার অন্য রকম চিত্র তুলে ধরতে পারতেন। এটা তার জন্য সহজ হত। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালীদের কণ্ঠ ওয়াশিংটনে এবং সারা বিশ্বে প্রচার করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ঐ সময় নাইট রাইডার সংবাদপত্রের সামরিক সংবাদদাতা জো গ্যালোওয়েকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী একটি নিয়ন্ত্রিত সফরে নিয়ে যায় যার উদ্দেশ্য ছিল গণহত্যার অভিযোগ খন্ডন করা। গ্যালোওয়ে আমেরিকান কনসুলেটে আর্চার ব্লাডের সাথে সাক্ষাত করেন। কনসাল জেনারেলকে সরকারী ভাবে 'নিশ্চুপ' করে দেয়া হলেও গ্যালোওয়ে লেখেন: "ব্লাড বলেন তিনি কথা বলতে পারছেন না, তবে তার অফিসে অসংখ্য বাঙ্গালী কর্মচারী রয়েছেন। তিনি একটি অফিস ঘরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যতদিন প্রয়োজন ততদিন আপনি এই কক্ষটিকে নিজের মত ব্যবহার করতে পারবেন। আমার কর্মীদের যারা চায় তারা এসে আপনার কাছে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবে।' একটা দিনের অধিকাংশ সময় আমি ক্রন্দনরত অনেক নারী পুরুষের কাছে শুনেছি

কিভাবে তাদের পিতামাতা, ভাইবোন এমনকি সন্তানদেরকেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ ও দেশের পার্বত্য এলাকার চা বাগানগুলোতে হত্যা করা হয়েছে।"

জো গ্যালোওয়ে হচ্ছেন প্রথম এবং স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির একজন যিনি বাংলাদেশের তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে সত্য বিবরণ বিশ্বেকে অবহিত করেছিলেন। এজন্য আর্চার কেণ্ট ব্লাডের কাছে সবাই কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে অথবা আমেরিকায় গণতন্ত্রের একটি মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে জণগনের তথ্য জানার অধিকার। তথ্য হচ্ছে হচ্ছে গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি। জনগণকে যদি অধ্যয়ন করতে, তথ্য অনুসন্ধান করতে, তাদের নিজের জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয় বা বাধা দেয়া হয়, তাহলে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটবে। আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরীকে কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের নামে নামকরণ করাটা যথার্থ হয়েছে কারণ তিনি ছিলেন একজন লেখক, পাঠক, জণগনের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন নিরলস প্রবক্তা।

আমরা অনেক আশা নিয়ে কয়েক মাস আগে আমাদের বর্তমান সার্কুলেটিং লাইব্রেরীটি চালু করেছি। আমরা আশাকরি যে বাংলাদেশের মানুষ "আমেরিকার প্রতীক এই লাইব্রেরীটি" পরিদর্শন করবেন। আমি আশা করি যে, আর্চার কে. ব্লাড আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরীর পাঠকরা কনসাল জেনারেল ব্লাডের তেজস্বিতাকে সবসময় ধারণ করবেন। সত্যের অন্বেষণে আর্চার ব্লাড ছিলেন নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, এবং কঠোর।

আর্চার ব্লাড পরিবারের সদস্য এবং তার অসংখ্য বন্ধুদেরকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সম্মানিত। আমি প্রথমেই মিসেস মার্গারেট ব্লাড, তার কণ্যা শিরিন আপডেগ্রাফ এবং তার পুত্র পিটার ব্লাডকে সুদর আমেরিকা থেকে এখানে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরীর পরিচালক মাহতাবউদ্দিন আহমেদকে জানাচ্ছি বিশেষ ধন্যবাদ। মাহতাব বিগত বাইশ বছর যাবত আমেরিকান এবং বাংলাদেশী জণগনের সেবা করে আসছেন। প্রথমে তিনি ছিলেন লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে, পরে ইউসিস-এ এবং এখন আর্চার কে. ব্লাড আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরীতে। মাহতাব ও তার পরিবার আমেরিকাতে তাদের নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন। এটাই বাংলাদেশে তার শেষ সরকারী অনুষ্ঠান। তার জন্য আমাদের শুভ কামনা রইল।

আর্চার ব্লাডের সহকর্মী, কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ এবং ব্লাড পরিবারের আজীবন বন্ধু শহুদুল হককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কায়সার হককে তার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। তিনি তার কবিতার মাধ্যমে একাত্তরের মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর অনেক বলতে না পারা কথা ব্যক্ত করেছেন।

সবশেষে যে সব মুক্তিযোদ্ধা এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

==========

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *(New) এ যোগাযোগ করুন।*